মন্ত্রণালয়ের নাম: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
মাসের নাম: ফেব্রুয়ারি/২০২১

সংস্থার নাম	মোট প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	মন্তব্য
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক)	০৯	--	ক) বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের গত ২২/০৬/২০২০ তারিখের ১৮.১৫.০০০০.০২০.১৮.০২৪.১৭.৪০০ নং স্মারকে বেনাপোল স্থলবন্দরে কর্মরত কর্মকর্তা /কর্মচারীদের উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তিতে বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রাপ্যতার বিষয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটিতে অডিট অফিসার জনাব মোহাম্মদ আমান উল্লাহ-কে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গত ২৯/০৬/২০২০ তারিখে বেলা ০৩.০৪ মিনিটে তার মোবাইল ফোনে জনাব এনামুল হক মোল্লা নামে পরিচয় দিয়ে ০১৭৭৫-৪২৫২৪৭ নম্বর হতে একটি কল আসে এবং কলে বকেয়া বেতন ভাতা প্রদানে তিনি বাধা দিচ্ছেন মর্মে জনাব মোহাম্মদ আমান উল্লাহ-কে জীবননাশের হুমকি দেন ও তার বাবা মা সম্পর্কিত অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করায় জনাব মোঃ এনামুল হক মোল্লা এর বিরুদ্ধে বাস্থবকের চাকুরি প্রবিধানমালা অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অডিট অফিসার জনাব মোহাম্মদ আমান উল্লাহ কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করেন। খ) বেনাপোল স্থলবন্দরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তিতে বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রাপ্যতার বিষয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটিতে জনাব মোহাম্মদ মশিউর রহমান, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)-কে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গত ২৯/০৬/২০২০ তারিখে বেলা ০৩.১১ মিনিটে তার মোবাইল ফোনে ০১৭৭৫৪৭২৫৪৭ নম্বর হতে একটি কল আসে এবং উক্ত কলে জনাব এনামুল হক মোল্লা, ট্রাফিক পরিদর্শক পরিচয় দিয়ে বলেন যে, বকেয়া বেতন ভাতার কমিটির মধ্যে তিনি এবং আমানউল্লাহ, অডিট অফিসার বাধা দিচ্ছেন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষয়ে অশালীন কথাবার্তা	--	ক) মেসার্স আসিফ এন্টারপ্রাইজ এর স্বত্বাধিকারী জনাব হাজী মুহাম্মদ সাহাবুদ্দিন ২০১৫ ইং সালে তামাবিল স্থলবন্দরে ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এন্ড বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজের দরপত্রে অংশ গ্রহণ করেন। বাস্থবকের অডিটর বর্তমানে সি বি এ এর সাধারণ সম্পাদক জনাব জামাল উদ্দিন ভূঁইয়া বর্ণিত কাজটি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তার কাছ থেকে চেকের মাধ্যমে ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে নগদে আরও ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) গ্রহণ করেন। জনাব জামাল উদ্দিন ভূঁইয়া তাকে বর্ণিত কাজটি প্রদান করাতে ব্যর্থ হলে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) পরিশোধ করেন এবং অবশিষ্ট ২,৫০,০০০/- টাকা না দিয়ে কয়েকবার পরিশোধের তারিখ দেন কিন্তু অদ্যবধি উক্ত টাকা পরিশোধ করেননি মর্মে জনাব হাজী মুহাম্মদ সাহাবুদ্দিন গত ৩১-০৭-২০১৯ তারিখে বাস্থবকের চেয়ারম্যান মহোদয় বরাবর লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। খ) জনৈক মোঃ মোহাদেছুর রহমান, পিতা- হাবিবুর রহমান, বাসা হোল্ডিং নং৫০/৫, ওয়াসা রোড, উত্তর মানিক নগর, ডাকঘর-ওয়ারী, মুগদা, ঢাকা কর্তৃক চেয়ারম্যান মহোদয় বরাবর দাখিলকৃত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কর্তৃপক্ষের ১৪/০৩/২০১৫ ইং তারিখের প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে নিয়োগ পরীক্ষায় চাকুরী পাইয়ে দেয়ার নাম করে বাস্থবকের অডিটর জনাব জামাল উদ্দিন ভূঁইয়া প্রথম পর্যায়ে দুই দফায় (৫০,০০০+৫০,০০০) =১,০০,০০০/- টাকা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে চাকুরী প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় উক্ত অর্থ ফেরত

			বলেন। ৩০/০৬/২০২০ তারিখ পুনরায় আনুমানিক রাত ১০.১৭ ঘটিকায় জনাব আমান উল্লাহ কর্তৃক তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে তার কাছে জানতে চান। জনাব এনামুল হক মোল্লা সভার আলোচ্য বিষয় নিয়ে ভূয়া, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট তথ্য প্রদান করে কমিটির চলমান কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্থ ও প্রশ্নবিদ্ধ করে বিধায় সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোহাম্মদ মশিউর রহমান কমিটি হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষ বরাবর অনুরোধ করেন। 'ক' ও 'খ' অভিযোগের বিষয়ে প্রাথমিক তদন্তের জন্য উপ-পরিচালক (ট্রাফিক)-কে তদন্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ প্রেক্ষিতে তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। প্রতিবেদনে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত জনাব এনামুল হক মোল্লা, ট্রাফিক পরিদর্শক এর বিরুদ্ধে গত ২৯-১১-২০২০ তারিখ বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছে। বর্তমানে মামলা চলমান রয়েছে। (গ) 'দৈনিক নওয়াপাড়া' পত্রিকায় গত ২৪-০৮-২০২০ তারিখে "বেনাপোলে ট্রাফিক পরিদর্শক এনামুলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ" শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। বেনাপোল স্থলবন্দরের ট্রাফিক পরিদর্শক জনাব এনামুল হক মোল্লা প্রায় একযুগ ধরে বন্দরের ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড-৩১ নিজের দখলে রেখে নানা অপকর্ম চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়। বিষয়টি তদন্তের জন্য বেনাপোল স্থলবন্দরের পরিচালক (ট্রাফিক) অঃ দাঃ জনাব আবদুল জলিল-কে ১৭-০৯-২০২০ তারিখ দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ঘ) বেনাপোল স্থলবন্দরের উপ-পরিচালক (ট্রাফিক) জনাব মোঃ মামুন কবির তরফদার এর বিরুদ্ধে অবৈধ টাকা গ্রহণ সংক্রান্ত একটি অভিযোগ ট্রাফিক পরিদর্শক জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান বন্দর প্রধানের ফরোয়ার্ডিং ছাড়াই এ কর্তৃপক্ষ বরাবর সরাসরি দাখিল করেন। বিষয়টি তদন্তের জন্য বেনাপোল স্থলবন্দরের পরিচালক (ট্রাফিক) অ:দা:		দিতে তিনি গড়িমসি করেন এবং বাস্থবকের পরবর্তী নিয়োগে চাকুরী পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে আরো এক লক্ষ টাকা ধার হিসেবে ৩০০/- (তিনশত) টাকার ননজুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে লিখিতভাবে স্বাক্ষরপূর্বক গ্রহণ করেন। এতেও তিনি ব্যর্থ হন। উল্লিখিত মোট ২ (দুই লক্ষ) টাকা পরিশোধ না করায় এবং প্রতারণা করায় জনৈক মোঃ মোহাদেছুর রহমান জনাব জামাল উদ্দিন ভূঁইয়া, অডিটর এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। 'ক' ও 'খ' অভিযোগ দুটি প্রাথমিক তদন্ত করা হলে তদন্ত প্রতিবেদনে উভয় অভিযোগে অভিযোগকারী কর্তৃক টাকা প্রদানের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় এবং জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঁইয়া উভয় ক্ষেত্রেই ধার হিসেবে টাকা গ্রহণের বিষয় স্বীকার করায় এ কর্তৃপক্ষের ১০-১০-২০১৯ তারিখের ১৮.১৫০.০১৮.২০.০১.১১৪.২০১০-৯৯৪ নং স্মারকে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা-২০০৪ এর প্রবিধি ৪০ এর (খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তক্রমে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গ) জনৈক মোঃ আরশেদ আলী, পিতা- আঃ করিম, সাং-উলাট, থানা-সুজানগর, জেলা- পাবনা কর্তৃক চেয়ারম্যান মহোদয় বরাবর দাখিলকৃত অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, বাস্থবকের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) জনাব মেহেদী হাসান জোয়ার্দার তাকে চাকুরীর কথা বলে

			জনাব আবদুল জলিল-কে ১৩-১০-২০২০ তারিখ দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। উল্লেখ্য, 'ক হতে ঘ' এ বর্ণিত অভিযোগগুলো অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০১৫ (পরিমার্জিত-২০১৮) এরঅনুচ্ছেদ-৪এ অভিযোগের প্রকৃতিতে বর্ণিত নাগরিক অভিযোগ, অভ্যন্তরীণ অভিযোগ ও প্রাতিষ্ঠানিক/ দাপ্তরিক অভিযোগের পর্যায়ে পড়ে না। কাজেই অভিযোগগুলো পৃথকভাবে দপ্তর হতে ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।		ভূয়া নিয়োগপত্র দিয়ে তাকে হামলা-মামলা ও প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। ভূয়া নিয়োগপত্র দিয়ে চাকুরীর কথা বলে তার কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে ৭,৫০,০০০/- টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। পরবর্তীতে ভূয়া নিয়োগপত্রের খবর জানতে পারলে তার পাওনা টাকা ফেরত চাওয়াতে অমানবিক মারধর ও বাসায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র লুটপাট করেছেন। তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এবং তার টাকা ফেরতসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি ফেরত পাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। 'গ' অনুচ্ছেদে বর্ণিত অভিযোগটি প্রাথমিকভাবে তদন্তের জন্য ২৬-০৯-২০১৯ তারিখে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা করা হলে তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে একজন সাধারণ ব্যক্তির সাথে এভাবে মেলামেশা করা এবং বিরোধে জড়িয়ে পড়া অসদাচরণের শামিল হওয়ায় এ কর্তৃপক্ষের ২৩-০২-২০২০ তারিখের ১৮.১৫০.০১৮. ২০.০১.০১২.২০১২-৯৯৭ নং স্মারকে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা-২০০৪ এর প্রবিধি ৪০ এর (খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তক্রমে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য এ কর্তৃপক্ষের ২৩-০৬-২০২০ তারিখের ১৮.১৫০.০১৮.২০.০১.০১২. ২০১২-৪০৪ নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সদস্য (ট্রাফিক)-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ঘ) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী চাকুরীর ১০ (দশ) বছর পূর্তিতে বেনাপোল স্থলবন্দরের ৫৬ জন

					কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুমোদনকৃত উচ্চতর গ্রেডের ফিক্সেশন করা হলেও বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রাপ্ত না হওয়ায় বেনাপোল স্থলবন্দরের ট্রাফিক পরিদর্শক জনাব মোঃ এনামুল হক মোল্লা কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রাপ্যতার বিষয়ে পর্যালোচনান্তে মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য ০৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ১৪-০৭-২০২০ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ঙ) বেনাপোল স্থলবন্দরের ট্রাফিক পরিদর্শক জনাব মোঃ এনামুল হক মোল্লা কর্তৃক বেনাপোল স্থলবন্দরের সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক) জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম সরকারি কাজে বাধা প্রদান এবং প্রাণ নাশের হুমকী প্রদান করার বিষয়ে সাধারণ ডায়েরী করার জন্য বেনাপোল স্থলবন্দরে পরিচালক (ট্রাফিক) বরাবর অনুরোধ করেন। তদ্প্রেক্ষিতে বেনাপোল হতে পোর্ট থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয় যার নং ৩৮৭, তারিখ ১০/০৯/২০২০ এবং আবেদনের বিষয়ে তদন্তক্রমে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালক (ট্রাফিক) জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল মজুমদার-কে ২৮-০৯-২০২০ তারিখ দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। প্রতিবেদনের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(আনিসুল ইসলাম)
পরিচিতি নং-১৫০১৩
পরিচালক (প্রশাসন) এর বিকল্প কর্মকর্তা
ফোন : **০২-**৫৫০১৩৮৩১
E-mail: directoradmin@bsbk.gov.bd
মুঠোফোন: ০১৭১২১৮২১৫১

০১৫৩১৮৩৩৮৪০